বেনজিরঃ দেখেছি পথে যেতে তুলনাহীনারে

আশীষ বাবলু

কিছু কিছু মানুষ পৃথিবীতে রয়েছেন যারা হঠাৎ করে চলে গেলে মনটা খারাপ হয়ে যায়। বেনজির ভুট্টো টিভি অথবা খবরের কাগজে যখনই কিছু বলেছেন আমার দৃস্টিতে পরলে দেখা অথবা পড়ার চেস্টা করেছি। তিনি ছিলেন একজন শিক্ষীত মহিলা- প্রাইমিনিস্টার। শেখানো বুলির চাইতেও সে অনেক কথা বলতেন। এক সাক্ষাতকারে বলেছিলেন - আমি খেতে ভালবাসি। আনন্দিত হলে খাই, ব্যথা পেলে খাই, সান্ত্বনা দিতেগেলে খাই। প্রিয় খাদ্য আইস্ক্রিম আর চকলেট কেক।

হাবার্ড আর অক্সফোর্ডে পড়ার সময় বেনজিরের ছিল বর্ণময় জীবন। প্রিয় হলুদ স্পোর্টসকার নিয়ে ঘুড়ে বেড়াতেন লন্ডনের রাস্তায়। পিতার ফাঁসির পর যখন দেশে ফিরলেন, তাঁর ভাষায় - পাকিস্তানে ফেরবার পর আমি আমাকে নিজেই চিনতে পারছিলামনা। আমি মহিলা নই, আমি পুরুষ নই, আমি হয়ে গেলাম ‘সেইন্ট’। চতুর্দিকে মানুষের উল্লাস।

বেনজির সুন্দরীদের তালিকায় প্রথম নাহলেও টকটকে গায়ের রং, জ্জ্বলজ্বলে দুটি চোখ, আর তাঁর সর্বসময়ের পেটেন্ট লাল লিপিস্টিকে বেশ আকর্ষনীয়া লাগতেন। মাথায় কাপড় তুলে রাখলেও কখনো সংকুচিতা ছিলেননা। ছেলেদের সাথেও হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডশেক করতেন। তাঁর পছন্দের গয়না বলতে বড় ডায়েলের ডায়ামন্ড খঁচিত হাতঘড়ি।

এই কিছুদিন আগেও এক সাংবাদিককে বলেছেন - মৃত্যু জীবনে অনেক দেখেছি। নিজের ছোট ভাইকে নিজের হাতে কবর দিয়েছি। দু‘বছর আগে আমার বডিগার্ডকে গুলি করে হত্যা করা হয়, সে ছিল আমার ছোটো ভাইয়ের মত। আমি এমন একজন পিতার সন্তান যাকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। জীবন চিরস্থায়ি নয়, আমার চাইতে বেশী কে বলতে পারে।

ভাবতে বসলে কস্ট হয় আলজাইমার রোগে আক্রান্ত বেনজিরের মা নুসারত ভুট্টো কী বিশাল পাথর বুকে বেধেঁ এখনো বেচেঁ আছেন। স্বামীকে চড়ানো হয়েছে ফাঁসিতে। একছেলে মূর্তজা নিহত হয়েছে পুলিশের গুলিতে। অন্য ছেলে শাহানেওয়াজকে হত্যা করা হয়েছে জেলহাজতে বিষ খায়িয়ে, আর বুকে আগলে রাখা বেনজির বিদায় নিল রাওয়ালপিন্ডিতে বোমায়।

এই শহরেই ১৯৭৯ সালে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল পিতা জুলফিকার আলী ভুট্টোকে। যে লিয়াকত বাগ উদ্যানে বেনজির শেষ জনসভা করে নিহত হলেন সেই উদ্যানেই নিহত হয়েছিলেন পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রি লিয়াকত আলী খান।

পাকিস্তানে ঘটতে পারেনা এমন কোনো ঘটনা আজ পর্যন্ত তৈরি হয়নি। জন্মলগ্ন থেকে আমেরিকার সাহায্যে বড় হয়েছে। নিজের দেশের ইকনমি বলে কিছু নেই। তেমন ইনডাস্ট্রি নেই তাই বাড়ছে বেকারত্ব। জাতিয় শিক্ষার মান নিম্নগামী। শিক্ষার প্রতি অনিহা। অশিক্ষীত বেকাররা সহজেই ট্রেনিং পেয়ে চাকুরি হিসেবে সন্ত্রাসই বেছে নিচ্ছে।

বিবিসি সাংবাদিকের ভাস্য - পাকিস্তান চলছে দু'টি 'এম (ম)' এর উপর। মিলিটারী আর মোল্লা। আর্মি আর ধর্মের ককটেলে সমস্ত দেশটাকে নেশাগ্রস্থ করে রেখেছে। আর্মি হলো মানুষখেকো বাঘ। মানুষের মাংশ নাকি সুস্বাদু। একবার স্বাদ পেলে বাঘ ঘুড়ে ফিরে মানুষ খাবেই। বাংলাদেশের দিকে তাকালেও আজ দেখছি পূর্ণদৈর্ঘ পাকিস্তানি ঘটনা না ঘটলেও তা'র ট্রেলার চলছে।

দুই ছেলে, বেলওয়াল(১৯), বখতিয়ার(১৭), আর মেয়ে আসিফা(১৪) আজ মাতৃহারা। মাত্র ৫৪ বছর বয়সে বেনজিরকে বিনা কারনে পৃথিবী থেকে চলে যেতে হলো। ১৯ বছর বিবাহিত জীবনে তা'র স্বামী আসিফ জারদারী হাজতে কাটিয়েছেন ১২ বছর। তা'র দাম্পত্য জীবন বলতে কী ছিলো সহযেই কল্পনা করা যায়।

জুলফিকার আলী ভুট্টো বলতেন - নেহেরু যদি তা'র মেয়ে ইন্দিরাকে প্রাইমিনিস্টার বানাতে পারেন আমিও পারবো আমার মেয়ে বেনজিরকে প্রাইমিনিস্টার বানাতে। প্রাইমিনিস্টার সে হয়ে ছিলেন। পি পি পি-র চেয়ারপারসন হিসেবে ছেলে বিলওয়ালও হয়তো প্রধানমন্ত্রি হবেন। আমাদের প্রার্থনা থাকবে রাজিব গান্ধির মতো করুন পরিনতি যেন তা'র না হয়।

দুঃখজনক ব্যাপার হলো বেনজির আমেরিকার ৯/১১ ঘটনার পক্ষে বিপক্ষে কোথায়ো কোনোভাবে নিজেকে জড়ায়নি অথচ তাকেই দিতে হলো সন্ত্রাসের হাতে প্রাণ। কে তা'র খুনী? কি ভাবে সে মারা গেছেন? কেনো পোস্টমার্টন হলোনা? কারা এই সড়যন্ত্রের সাথে জড়িত ? এসব ঘটনা কখনো জানতে পারবো বলে মনে হয়না। তবে যে গেছে সেতো গেছেই।

আজকে এ লেখা লিখতে বসার কারন হিসেবে বলবো, আমাদের মতো নারী নির্যাতনের দেশে দু'একজন মহিলা যখন শিক্ষাদিক্ষায়, কর্মে নিজেদের উজ্জলতা প্রকাশ ঘটায় তখন তাদের চলে যেতে দেখলে কস্ট হয়। আমি আমাদের আলোক প্রাপ্ত পুরুষদের কিছুটা চিনি। এই চাচা জ্যাঠা যাদের উপর ন্যাস্ত হয়েছে পৃথিবী ঢেলে সাজাবার দায়িত্ব তারা যতোই মোলায়েম কথাবার্ত্তা বলুকনা কেনো, তাদের চিন্তাভাবনার চৌহদ্দিতে দিদি, ভাবীদের স্থান নেই। ওদের দুনিয়া বদলের নকশায় মেয়েরা অবহেলিত ছিল এবং এখনো আছে।

খুব বেশী বেনজির আমাদের দেশে জন্মায়নি। জুলফিকার আলী ভুট্ট আদর করে মেয়ের নাম রেখেছিলেন বেনজির। ইংরেজী করলে যার অর্থ দাড়ায় without comparison. আর বাংলায় 'তুলনাহীনা'। হাসতে হাসতে গলায় মালা পড়ে মুহুর্তের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। সামনে ধোয়াটে অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছেনা। .....

ashisbablu@yahoo.com.au